মাছরে চরম সংকটে চলনবলি : এক বছররে ব্যবধানে শুঁটকি উৎপাদন কমছে অর্ধকেে

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 15 November 2026, 12:03 PM | বভিাগ: সারাদশে



জলাশয় ভরাট ও প্রাকৃতকি মাছ ও জীব বচৈত্রিরে সংকটে বপির্যস্ত চলনবলিরে ঐতহি্যবাহী শুঁটকি শলি্প; কর্মহীন হয়ে পড়ছেনে শত শত নারী ও মৌসুমি শ্রমকি।

সরিাজগঞ্জরে চলনবলিে দশেীয় মাছরে চরম সংকট দখো দওেয়ায় মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে ঐতহি্যবাহী শুঁটকি উৎপাদন। জলাশয় সংকোচন ও নানা সংকটরে কারণে এক বছররে ব্যবধানে এই অঞ্চলে শুঁটকি উৎপাদন প্রায় অর্ধকেে নমেে এসছে।ে এর ফলে বন্ধ হয়ে গছেে অনকে চাতাল, বপিাকে পড়ছেনে শত শত শ্রমকি ও ব্যবসায়ীরা।

নাটোর পাবনা ও সরিাজগঞ্জরে চলনবলিরে জলাভূমতিে একসময় প্রচুর দশেি মাছ পাওয়া গলেওে বর্তমানে সইে চরিচনো চত্রি পাল্টে গছে।ে জলোর তাড়াশ উপজলোর মহষিলুটি শুঁটকি পল্লীতে গয়িে দখো যায়, অধকিাংশ চাতালই খালি পড়ে আছ।ে কোথাও সামান্য কছিু পুঁটি মাছ শুকানোর কাজ চললওে চাতালগুলোতে আগরে মতো সইে কর্মব্যস্ততা আর নইে।

মৎস্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উল্লাপাড়া ও তাড়াশ উপজেলার ৭০টি মহালে ২৭৫ দশমিক ৮ টন শুঁটকি উৎপাদিত হয়েছিল। কিন্তু পরের অর্থবছর অর্থাৎ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে একই সংখ্যক মহালের উৎপাদন নেমে এসেছে মাত্র ১৩৫ টনে। অর্থাৎ, মাত্র এক বছরের ব্যবধানে শুঁটকি উৎপাদন কমেছে ১৪০ দশমিক ৮ টন।

মহিষলুটি এলাকার শুঁটকি চাতালের মালিক আলী আসলাম জানান, গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার বিলে আশঙ্কাজনক হারে মাছের পরিমাণ কমেছে। আড়তে মাছ পাওয়া গেলেও দাম অনেক বেশি, যা দিয়ে কিনে শুঁটকি তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

মান্নান নগর এলাকার শুঁটকি ব্যবসায়ী কালাম সরকার বলেন, মাছের সংকটে অনেক মহালে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে, যার কারণে শত শত শ্রমজীবী মানুষ অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন। মহিষলুটি এলাকার নারী শ্রমিক আলেয়া ও ফাতেমা জানান, প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় ১২ ঘণ্টা কাজ করে তাঁরা মাত্র ২৫০ টাকা মজুরি পান। কিন্তু এবার কাজ কমে যাওয়ায় অনেক নারী শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছেন।

উল্লেখ্য, চলনবিলের শোল, বোয়াল, খলসে, টাকি, টেংরা ও চাঁদাসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ দিয়ে তৈরি শুঁটকি রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করা হয়।

এ বিষয়ে সিরাজগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান জানান, বন্যার পানি না থাকাসহ নানা কারণে বিলে মাছের সংকট দেখা দিয়েছে, যার ফলে শুঁটকি উৎপাদনে ব্যবসায়ীদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। এই সংকট উত্তরণে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বিশেষজ্ঞদের মতে : সিরাজগঞ্জ সরকারি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, জলাশয় ভরাট, অপরিকল্পিত পুকুর খনন, রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণ এবং শিল্পায়নের কারণে চলনবিলের মাছের আবসস্থল সংকুচিত হচ্ছে। এছাড়া বাদাই জালের মাধ্যমে মা মাছ নিধনের ফলে মাছের বংশবিস্তার মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

Dhaka71/এম নূরে এলাহী

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।